NOV. 2 0 2000

NOV 1 9 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি : নিভৃতে, বইয়ের রাজ্যে...

জামসেদ রেহমান চৌধুরী

চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি। নিভৃতে জ্ঞান আহরণের অন্যতম স্থান। লাইব্রেরির অসংখ্য বুকসেলফে সাজানো থরে থরে বই। যেন অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। আর এই জ্ঞানের রাজ্যে প্রতিদিন অবগাহন করছে অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু, শিক্ষার্থী, পড়ুয়া।

চট্টগ্রাম শহীদ মিনার সংলগ্ন মুসলিম ইন্সটিটিউট হলের পাশেই চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি। ১৯৬৩ সালে এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। দিন দিন বেড়েছে এর আকার, বেড়েছে বইয়ের ভাণ্ডার। চট্টগ্রামে নিভৃত পরিবেশে জ্ঞান আহরণের সুযোগ খুবই কম। দুয়েকটি থাকলেও সেখানে রয়েছে বইয়ের অপ্রতুলতা। চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরিতে একেবারে ঘরোয়া, নিরিবিলি পরিবেশ বিরাজমান। ফলে নিমগ্ন পাঠে সহজে ব্যাঘাত ঘটে না কারও। এছাড়া লাইব্রেরিতে উচ্চস্বরে কথা বলাও নিষেধ। এতে পাঠকদের সুবিধা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে সংগৃহীত বইয়ের বিশাল ভাণ্ডার। পৃথিবীর প্রায় সব নামী-দামি লেখকের বইয়ের কপি এখানে আছে। দেশের গ্রন্থভাণ্ডার তো মজুদ আছেই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, জার্নাল, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, ওয়ার্ল্ডওয়াইড রেফারেন্স বুকসহ যাবতীয় গ্রন্থ পাবলিক লাইব্রেরির সম্পদ। সহজে কাঙ্ক্ষিত বই খুঁজে পাওয়ার জন্য রয়েছে ক্যাটালগ ব্যবস্থা। ক্যাটালগের সাহায্যে খুব সহজে অজস্র বইয়ের ভেতর থেকে খুঁজে নেয়া যায় কাঙ্ক্ষিত বইটি। পাঠকদের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচতলায় রয়েছে লাইব্রেরি অফিস ও পাঠকদের মালামাল রাখার স্থান। ব্যাগ কিংবা কোন জিনিসপত্র নিয়ে গেলে নিচতলায় জমা দিয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয় তলা মূলত পত্রপত্রিকা পাঠকদের জন্য। দেশের প্রায় সব জাতীয় দৈনিকের পাশাপাশি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক সব ধরনের পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন রয়েছে এখানে। এসব পড়ার জন্য আলাদা চেয়ার-টেবিলও রয়েছে। ৩০ আসনবিশিষ্ট পত্রিকা পাঠকক্ষটিতে দৈনিক প্রায় ১৮০০ পাঠক আসেন পড়তে। পত্রিকা পাঠকক্ষ ছাড়াও দোতলায় রয়েছে এবাদত খানা। এটি খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। পাবলিক লাইব্রেরির তৃতীয় তলাটি প্রতিদিন মুখরিত থাকে শিশু-কিশোরদের আনাগোনায়। কারণ এটি শিশু-কিশোর পাঠকক্ষ। যদিও এখানে শিশুদের চেয়ে কিশোরদের অর্থাৎ স্কুলের ছেলেমেয়েদেরই বেশি আসতে দেখা যায়। এখানে তাদের পড়ার উপযোগী প্রায় ৫ হাজার বই রয়েছে। ছোট গল্প, রহস্য গল্প, রূপকথা, সায়েন্স ফিকশন, ছোটদের বিভিন্ন ম্যাগাজিন, উপন্যাস ও রম্যগল্পসহ শিশু-কিশোর উপযোগী অসংখ্য বইয়ের সমাবেশ কক্ষটিতে। প্রতিদিন ২০০ জনেরও বেশি শিশু-কিশোর আসে এখানে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে এটি।

তৃতীয়তলার পাঠকক্ষটি বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকদের জন্য। বিভিন্ন ধরনের দেশী-বিদেশী বিজ্ঞানভিত্তিক বইপত্তর, পুরনো পত্র-পত্রিকা, জার্নাল এ কক্ষে পাওয়া যায়। নিরিবিলি এই পাঠকক্ষে প্রতিদিন প্রায় ৮০০ পাঠক আসে। কেউবা চোখে হাইপাওয়ার চশমা লাগিয়ে, কেউবা উস্কোখুস্কো চুলে নোট টুকে নেয়ার দৃশ্য এখানকার নিত্যদিনের চিত্র। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিজ্ঞানকক্ষটি খোলা থাকে। বিজ্ঞানভিত্তিক বই পড়ার জন্য অনেক ছেলেমেয়েও এখানে আসে। চারতলাটি সাধারণ পাঠকক্ষ। পাবলিক লাইব্রেরির সবচেয়ে জমজমাট কক্ষ এটি। ঢুকলেই দেখা যায় বিভিন্ন বয়সের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিভৃতে পড়াশোনায় ব্যস্ত। পড়ার পাশাপাশি তরুণ-তরুণীদের ফিসফাঁস আলোচনাও শোনা যায়। সাধারণ পাঠকক্ষটি বিশাল। চারপাশে সেলফ পরিবেষ্টিত বই আর বই। মূলত সবগুলোই সাধারণ বই। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যবইও এখানে রয়েছে। ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় কক্ষ এটি। প্রতিদিন প্রায় ১৫০০ ছাত্রছাত্রী এখানে পড়তে আসে। এটি খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরিতে পড়তে হলে এর সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। যে কোন বয়সের যে কেউ এই লাইব্রেরিতে গিয়ে যা ইচ্ছা পড়তে পারেন। প্রতিষ্ঠার ৩৭ বছর পার হয়ে গেলেও এখনও ততটা আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি লাইব্রেরিতে। এখানে মাত্র একটি কম্পিউটার। কোন ফটোস্ট্যাট মেশিন নেই। লাইব্রেরিটির দ্রুত আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। বই মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায়, বাঁচতে শেখায়, জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে, মনকে করে উদার। রাশি রাশি জ্ঞান ধারণ করা 'চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি' সেই মহান কাজটি করে যাচ্ছে নীরবে-নিভৃতে।